হলাহল

অভিজিৎ চৌধুরী

তোকে একটা মার্ডার আটকাতে হবে।

অর্ণ সেন সিগারেটের ধোঁয়ায় নিস্পৃহতা ছড়িয়ে দিয়ে বলল, লস অফ হিউমেন লাইফ ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট।

এ সি পি সাহেব বললেন, তোর শরীরে মেদ জমছে। ফুটবল খেলিস না আর।

হাঁটুতে চোটের পর থেকে আর খেলি না। তবে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ কিন্তু ঠিক আছে, ওখানে কোন মেদ নেই।

হাসলেন কমিশনার সরখেল সাহেব।

জায়গাটা তোর ভাল লাগবে। কোর সুন্দরবন না হলেও ছোঁয়া পাবি।

কার মার্ডার আটকাতে হবে!

ভার্গব চৌধুরী।

নামটা আমি জানি। ধুতি পরতে ভালোবাসেন। বয়স পঞ্চাশ। ব্যাক ব্রাশ। চুলে সবে পাক ধরছে। নাকটা টিকোলো নয়। গায়ের রং ফর্সা। তবে মুখটা ততোটা ফর্সা নয়। ভুরুর ওপর বাম দিকে কালো ছোপ রয়েছে। তবে সুদর্শন।

ওটাই ওর কাল। নারীসঙ্গের দোষ কমেছে কিন্তু একেবারে গেছে কিনা,আমি জানি না।

ব্যাচেলার মানুষ। অনুভূতির কারবার ভালোবাসেন।

কমিশনার সাহেব বললেন, কোন উইমেন ট্র্যাফিকিং করেন নি। এরকম অভিযোগ নেই। কোন মহিলা কোনদিন ওঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেননি।

মার্ডার তবে হবেন কেন!

তীপশিখা চৌধুরীর একটা আখড়া আছে। ওই আখড়ায় কয়েকটা মৃত্যু হয়েছে।

সবকটাই পুরুষ এবং হার্ট অ্যাটাক। প্রত্যেকেই আখড়ায় মারা গেছে নিমন্ত্রণে গিয়ে।

অর্ণ, তুই কেস স্টাডি করে ফেলেছিস।

আমি তো সরকারি চাকরি করি না। ফাইলটা পরশু শেষ করেছি। ইনফ্যাক্ট একটা লোকাল গাড়ি ঠিকও করে এসেছি। ড্রাইভার স্থানীয় ছেলে। নিজের গাড়ি ভাড়া খাটায়।

ভার্গব চৌধুরীকে সে চেনে!

বিলক্ষণ। ফ্যানও বলা যায়।

কমিশনার সাহেব বললেন, মানুষটি জনপ্রিয়।

অথচ রাজনীতি ও করেন না।

তবে কি টাকা ছড়ান! তোর কি মনে হয়!

ইনফরমেশন তো তুই দিবি।

বহেতদার কয়েকটা ট্রলার রয়েছে। কর্মচারীরা বিশেষ করে জেলেপাড়ায় সুনাম রয়েছে। মাঝিদের সঙ্গে থাকেন।

দুর্দিনে।

রাইট।

এই সময় ফাউল কাটলেট ও চা এলো।

অর্ণ নিমগ্ন হলো খাওয়ায়। তারপর বলল,

তুই খাবি না!

আমি এসব খেতাম কখনও! তুই তো নিজামে বিফ রোলও খেতিস।

হাসল অর্ণ। বলল, জিম করছি আবার। ওয়েট ক্যালোরি ঝরিয়ে ফেলব।

আমি জানি, তুই ইচ্ছে করলে সব পারিস। এখনও মাঠে নেমে গোল করতে পারিস।

অতোটা নয়। হেসে বলল অর্ণ সেন। তারপর বলল,

কিন্তু তোরা দীপশিখা তে, কে থানায় ডাকছিস না কেন!

সি ইজ পপুলার। সুন্দরবনের মেয়েদের নিয়ে চমৎকার কাজ করে।

পলিটিকাল ইনফ্লুয়েন্স!

নেই। পাত্তাও দেয় না।

পার্সোনালিটি রয়েছে তবে!

অসম্ভব। একজন মহিলা হয়ে আজকের দিনে আখড়া চালাচ্ছে, মেয়েদের নিয়ে কাজ করছে।

উইথআউট টেকিং এনি গর্ভমেন্ট হেল্প।

ভার্গব চৌধুরীর নিমন্ত্রণ পাওয়ার উপলক্ষ্য কি!

রাধাষ্টমী। কৃষ্ণের অবৈধ প্রেমিকা রাধারাণীর জন্মদিন পালিদ হবে আখড়ায়।

ইনটারেস্টিং। অর্থাৎ তীপশিখা চিনতেন ভার্গব চৌধুরীকে।

মনে হয়। ওখানেই মার্ডারের মোটিভেশন।

এর আগের মোটিভেশনগুলি জানিস!

মার্ডার তো প্রমাণ হয়নি।

তোর মনে হচ্ছে।

রাইট। একের পর খুন হল। সবটাই হার্ট ফেল। বডিতে কোন ইনজুরি নেই।

দরজাটা বন্ধ করবি!

এ সি পি সরখেল সাহেব বেল দিয়ে ডেকে একজনকে বললেন, কাউকে ঢুকতে দেবেন না।

অর্ণ কয়েকটা আর্চ করে নিলো চোখের পলক না ফেলতেই।

মুগ্ধ হয়ে দেখলেন কমিশনার সরখেল সাহেব।

এবার অর্ণ বললেন, চলি তবে।

কবে স্পটে যাচ্ছিস!

আজই।

গাড়ি নিবি না!

নো। লোকাল ট্রেন। লক্ষীকান্তপুর লোকাল। তবে ওখানে স্টেশন থেকে কালনাগিনী অবধি গাড়িতে যাব।

অশোকের গাড়ি। হেসে বললেন কমিশনার সাহেব।

অর্ণ কতোটা ক্ষিপ্র বোঝা গেল যখন সে চোখের নিমেষে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকল।

সরখেল সাহেব আরেকবার ডাকলেন, অর্ণ, প্লিজ। একবার আসবি!

অর্ণ সামান্য বিরক্ত হলেন। তবু বন্ধুর ডাকে এলেন।

কি বলছিস!

একটা নাইন এম এম ও সাইলেন্সার এগিয়ে দিয়ে বললেন, এটা রাখ। কাজে লাগবে।

অর্ণ বললেন,কেন !এসব আমার লাগবে না।

জানি, তুই মগজের কারবারি। তবে সুন্দরবনে জলে কামট, ডাঙায় বাঘ।